আলোচিত বোমা কালাম ছিনতাইয়ের ঘটনায় আবারো গ্রেফতার

বেলগাছি গ্রামের আলোচিল সেই বোমা কালামকে আবারও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাই মামলায় তাকে নিজ গ্রাম থেকে আটক করে।

বোমা কালামের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ, বোমা হামলা, মাদকসহ ৬/৭টি মামলা রয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামের সাহেব আলী মালিথার ছেলে বোমা কালাম (৪০)। গত কয়েক মাস পূর্বে আলমডাঙ্গা- চুয়াডাঙ্গা সড়কের উত্তরা ফিলিং স্টেশনের নিকটবর্তী ছিনতায়ের ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারীরা চুয়াডাঙ্গার হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী আলাউদ্দিনকে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে ৩/৪জন মিলে একটি ফাঁকা স্থানে নিয়ে যায়।

সেখানে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুত্বর আহত করে। তাকে হাত, পা বেধে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলসহ টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী আলাউদ্দিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ পূর্বের গ্রেফতারকৃত আসামীর স্বাকারোক্তীকে বোমা কালামকে গ্রেফতার করে।

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্যবিধী না মানায় ৩ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার অপরাধে ৩ জনকে জরিমানা করেছে। রবিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) হুমায়ন কবীর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম সঙ্গে নিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড়, নতুন বাস স্টান্ড, রেল ষ্টেশন, লাল ব্রিজ, সাদাব্রিজ, কালিদাসপুর, আনন্দধাম ব্রিজসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। পরে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে আসার অপরাধে শহরের আফিল উদ্দিন রোড, মাছ বাজার ও হাজী মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন।

আলমডাঙ্গা বাজারের লিটন আলীর ছেলে শুভ আলীকে ৫শ টাকা, আব্দুল হান্নানের ছেলে সামাদ আলীকে ১হাজার টাকা, মিরপুর উপজেলার বাজিতপুর গ্রামের মুক্তার আলীর ছেরে নাজমুলকে ৫শ টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন ৫নং বেগমপুর ইউনিয়নে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রোববার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলী হোসেন জোয়ার্দার। এসময় করোনা ভাইরাসের মহামারী প্রতিরোধে চলমান ১৪ দিনের লকডাউনের ১১তম দিনে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন ৫নং বেগমপুর ইউনিয়নে কর্মহীন হয়ে পড়া ৯টি ওয়ার্ডের ২০০টি পরিবারের মাঝে প্রধানমুন্ত্রীর উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এখাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি মসুরীর ডাউল, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি লবণ, ১ লিঃ সোয়াবিন তৈল ও ১টি হাত ধোয়ার সাবান। এসময় ট্যাগ অফিসার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম, সদর

উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার বেগমপুর ক্লাষ্টার আবু তালেব, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার (হিজলগাড়ি ব্লক) আনোয়ার হোসেন, উপ-সহকারী কৃষি অফিসার (দোস্ত ব্লক) রফিকুল ইসলাম, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক অহিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ফয়জুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান-১ ও ইউপি সদস্য জিল্লুর রহমান জুলমত, আবু সালেহ, কায়েস আলী, আলী কাদের, আমানুল ইসলাম, এরেং আলী, সংরক্ষিত সদস্য আহারন নেসা, হালিমা খাতুন বাবু, নাসিনা বেগম, প্রমুখ।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ভ্রাম্যমান আদালতে ১৭ জনকে অর্থদন্ড

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় মাক্স পরিধান না করায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ১৭ জনকে ২২ হাজার ১’শ টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে।করোনা পার্দূভাব নিয়ন্ত্রণ ও লকডাউনে বিধিনিষেধ বাস্তবায়নে শনিবার দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬ জনকে ২২ হাজার ১’শ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা বিভিন্ন স্থানে বিষ্ণুপুর- জুড়ানপুর-গয়েশপুর-লক্ষীপুর-নতিপোতা-ভগিরতপুর- চারুলিয়া-নাটুদাহ-ঘচিয়ারমোড়-হুদাপাড়া-মুন্সীপুর-কুতুবপুর,পীরপুরকুল্লা-ঠাকুরপুর-কার্পাসডাঙ্গা,বাঘাডাঙ্গা,মোক্তারপু,ঠাকুরপুর,কুড়ালগাছী,প্রতাপপুর,রুদ্রনগর, সদাবরী, জিরাট-বড়বলদিয়া, বাড়াদি-পারকৃষ্ণপুর-মদনা, নাস্তিপুর-দর্শনা,পৌরসভা-কামারপাড়া রামনগর, হাউলী রেলগেট-লোকনাথপুর, জয়রামপুর অর্থদন্ড করেন গতকাল শনিবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ৯টি মামলায় ১৭জনকে ২২ হাজার ১’ শ টাকা অর্থদন্ড করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ,

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে উপজেলা সহকারী

কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ জনস্বার্থে এসময় তিনি বলেন করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে ।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার ।

এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সাড়ে দশটার সময় পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় পুলিশ সুপার সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের সুবিধা- অসুবিধার কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত অসুবিধা সমাধান সহ সার্বিক বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা,ক্যাম্প,ফাঁড়ীতে সিলিং ফ্যানসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্রাদি প্রদান করা হয়।চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল পুলিশ সদস্যদের অংশগ্রহণে পরিচালিত পুলিশ কোপারেটিভ সোসাইটির

লভ্যাংশের টাকা সমপরিমানে বন্টন করে পুলিশ সুপার মহোদয় সকল ইউনিট ইনচার্জের হাতে তুলে দেন। এসময় পুলিশ সুপার পুলিশ শপিং মলের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পুলিশ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ইনচার্জ টিআই মোঃ মশিউর রহমান এর বদলী জনিত বিদায় সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক ২০১৯-২০২০ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হওয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার কনস্টেবল নুরুল ইসলাম এর হাতে ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ সম্মাননা স্মারক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন। মাসিক কল্যাণসভা শেষে সাড়ে বারেটার সময় পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে ড্রিলসেড সংলগ্নে ইনডোর ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস কোর্ট এর স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষানবিস সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন, সকল অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, টিআই (এডমিন), আরআই পুলিশ লাইন্সসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অফিসার ফোর্সবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের জুন মাসের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে

শনিবার দেড়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অপরাধ

পর্যালোচনা সভায় প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জদের থানাধীন এলাকায় সরকার ঘোষিত লকডাউন শতভাগ বাস্তবায়ন, জনসাধারণের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ, চুরি, ছিনতাই অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে হাইওয়ে রাস্তা, আবাসিক এলাকা, সরকারি স্থাপনা সমূহে অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন, ওয়ারেন্ট তামিল, রাত্রিকালীন টহল ডিউটি ও আইন-শৃংখলা রক্ষা এবং অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করেন। আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে চুরি, ছিনতাই, অজ্ঞান পার্টির খপ্পর, ব্যাংক, বীমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অপ্রীতিকর ঘটনা রোধকল্পে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধিসহ অতিরিক্ত পুলিশী টহল বৃদ্ধি করার কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে, সকলের সুস্থতা কামনা করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

উক্ত অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, শিক্ষানবিস সহকারি পুলিশ সুপার মোঃ সাজিদ হোসেন সকল থানা ও জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জগণ, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, কোর্ট ইন্সপেক্টর, টিআই-১ (প্রশাসন), আরও আই, রিজার্ভ অফিস, চুয়াডাঙ্গা।

চুয়াডাঙ্গায় পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

সরকার ঘোষিত শাটডাউন এ চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন হয়ে পড়া পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার বেলা সাড়ে এগারো টার সময়৷ চুয়াডাঙ্গা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রঙ্গনে এই খাদ্য সহায়তা বিতরণকরা হয়। পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম

জোয়ার্দ্দার টোটন।

এই সময় তিনি বলেন করোনার সংক্রমণ রোধে সারাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বন্ধ রয়েছে সব ধরনের লোকাল ও দূরপাল্লার বাস। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন পরিবহন শ্রমিকরা। পরিবার নিয়ে শ্রমিকরা কষ্টে দিন পার করছে। পরিবহন শ্রমিকদের পরিবারের মুখে হাসি ফিরিয়ে দিতে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ৬,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের ১শ’ ৪০ জন পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ও সদর উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিটা শ্রমিককে ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি ডাল, ১ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি লবন ও ১ কেজি পেঁয়াজ দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক একেএম মঈনুদ্দিন, জেলা বাস ট্রাক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এম জেনারেল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, সদর উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আইনাল হকসহ আরও অনেকে।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হয়ে আরও ছয় জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় শুক্রবার ভোররাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও ছয় জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। যে ৬ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, জেলা শহরের কেদারগঞ্জ সিএ্যান্ডবিপাড়ার আইতুল মলের স্ত্রী আনজু খাতুন। ৪০ বছর বয়সী আলতু খাতুনকে ৫ জুলাই সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ ভোর ৫টার দিকে তিনি মারা যান।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বলেছেন, তিনি করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার আগেই মারা গেলেন ৪০ বছর বয়সী আনজু খাতুন। চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের হিজলগাড়ির

তমিজ উদ্দীনের ছেলে রহিদুল ইসলাম সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। রাতে শ্বাসকষ্ট বাড়লে মধ্যরাতে তাকে নেওয়া হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে।

ভোর ৬টার দিকে মারা যান ৪৫ বছর বয়সী রহিদুল। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন তিনিও করোনা উপসর্গে ভুগছিলেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে হাসাতালে আনা হয়। ৫ ঘণ্টার মাথায় তিনি মারা যান। জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের গোলাম রসুলের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুনকে বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আনা হয়। ভর্তি করা হয় হলুদ জোনে। মধ্যরাতে মারা যান ৬০ বছর বয়সী মনোয়ারা বেগম।

তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন। নমুনা নিয়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাফনের নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। আলমডাঙ্গা ওসমানপুরের সমশের ম-লের ছেলে আকবর আলী সর্দি কাশি জ্বরে ভুগছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে শাসকষ্ট বাড়ে। তাকে মধ্যরাতে নেওয়া হয় সদর হাসপাতালে। সকাল পৌনে ৭টার দিকে মারা যান ৬৫ বছর বয়সী আকবর আলী।

দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাজারী ম-লে ছেলে জহিরুল ইসলামকে গত ৭ জুলাই সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। নমুনা নেয়া হয়। হলুদ জোনে রেখেই চলছিলো চিকিৎসা। আজ শুক্রবার ভোর সোয়া ৬টার দিকে মারা যান ৭০ বছর বয়সী জহিরুল ইসলাম। হাসপাতালের আরএমও বলেছেন, তিনিও উপসর্গে ভুগছিলেন।

সদর উপজেলার মীর আব্দুল রাজ্জাকের ছেরে মীর আব্দুল হাই করোনা উপসর্গ নিয়ে ৮ জুলাই হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে মারা যান তিনি।

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ না মানায় ৬ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে রাস্তায় চলাচল করার অপরাধে ৬ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) হুমায়ন কবীর এ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত চলাকালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) এমএম সেলিম ও সেনাবাহিনীর একটি টিম। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড়, নতুন বাস স্টান্ড, রেল ষ্টেশন, লাল ব্রিজ, সাদাব্রিজ, কালিদাসপুর, আনন্দধাম ব্রিজসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করার করার অপরাধে উপজেলার মুন্সিগঞ্জের আবু ইসরাইলের ছেলে আব্দুস সাত্তারকে ৩শ টাকা, মিরপুর উপজেরার হালসা গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে সিরাজুল ইসলামকে ৫শ টাকা, আব্দুস সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দিনকে ৫শ টাকা গোবিন্দপুর গ্রামের সারজেত আলীর ছেলে সাবদার আলীকে ৩শ টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে জিসানকে ৬শ টাকা, মাদ্রাসাপাড়ার আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে পারভেজকে ৬শ টাকা, জরিমানা করেন।

দর্শনা পাকৃষ্ণপুরে বিশিষ্ট ভুষিমাল ব্যবসায়ীর করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পাকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পাকৃষ্ণপুর গ্রামের বিশিষ্ট ভুষিমাল ব্যবসায়ী হাজী আতিয়ার রহমান মোল্লা করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি অইন্না লিল্লাহি রাজেউন)।

বৃস্পতিবার সন্ধা ৬টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যু করোনা উপসর্গ মৃত্যু বরণ করেন বলে জানা গেছে।

এ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আতিয়ার রহমান মোল্লা পাকৃষ্ণপুর গ্রামের মোজাম্মেল হক মোল্লার ছেলে। তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে

রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে আই সি ইউ তে ভর্তি আবস্থায় মারা গেছেন।

মৃত্যুকালে এক ছেলে দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।